বাংলাদেশ দূতাবাস

বেইজিং

২২ অক্টোবর ২০২৩

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বেইজিং-এ "বাংলাদেশ- চীন শিশু মৈত্রী মেলা" উদযাপন

আজ ২২ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ দূতাবাস, বেইজিং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের ৬০ তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে "বাংলাদেশ- চীন শিশু মৈত্রী মেলা'র" আয়োজন করে। উল্লেখ্য, দূতাবাস গত ১৮ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে শেখ রাসেল দিবস-২০২৩ উপলক্ষ্যে এক আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এবং বাংলদেশ গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারের শিক্ষা মন্ত্রী ডাঃ দীপু মনি, এম.পি. প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন।

আজকের বাংলাদেশ-চীন শিশু মৈত্রী মেলায় চীনের হেবেই প্রদেশ থেকে প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষার্থী, শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ ৮০ জন, দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী, তাদের পরিবারবর্গ ও নতুন প্রজন্মের সদস্যরা অনুষ্ঠানে যোগ দেয়।

মূল অনুষ্ঠান শুরুর আগে সকালে দূতাবাস প্রাংগনে দুই দেশের নতুন প্রজন্মের সদস্যদের জন্য এক চিত্রাংকণ পর্বের আয়োজন করা হয়। নতুন প্রজন্মের সদস্যরা চিত্রাংকণ পর্বে শেখ রাসেলের ছবি, বাংলাদেশ ও চীনের ঐতিহাসিক স্থাপত্য, এবং দুই দেশের জাতীয় পতাকা অংকন করে। বাংলাদেশ ও চীনের জাতীয় সংগীত বাজানোর মধ্য দিয়ে মূল অনুষ্ঠানের শুরু হয়। এরপর এই বছরের শেখ রাসেল দিবসের প্রতিপাদ্য গান ও শেখ রাসেলের উপর প্রামান্য চিত্র প্রদর্শন করা হয় উপস্থিত সকলের জন্য। পরে, চীনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মো: জসীম উদ্দিন, এনডিসি অনুষ্ঠানে উপস্থিত দুই দেশের নতুন প্রজন্মের সদস্যদের নিয়ে শেখ রাসেল দিবস উপলক্ষ্যে কেক কাটেন।

আলোচনা পর্বে রাষ্ট্রদূত তার বক্তব্যের শুরুতে শেখ রাসেলের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং তার আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন। তিনি নতুন প্রজন্মের সদস্যদের কাছে শেখ রাসেলের পরিচিতি এবং তার চারিত্রিক বিভিন্ন গুণাবলীর কথা উল্লেখ করেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, বেচেঁ থাকলে শেখ রাসেল দেশ ও জাতির উন্নয়নে অবদান রাখতেন। রাষ্ট্রদূত উপস্থিত অভিভাবকদেরকে নতুন প্রজন্মের সদস্যদের ভবিষ্যত জীবনের জন্য তৈরি করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

রাষ্ট্রদূত মো: জসীম উদ্দিন, এনডিসি দুই বন্ধুপ্রতীম দেশের নতুন প্রজন্মের সদস্যদের দুই দেশের মধ্যকার সেতুবন্ধন হিসেবে উল্লখে করেন যারা ভবিষ্যতে বাংলাদেশ- চীন সম্পর্ককে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে।

তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কথা উল্লেখ করে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কথা ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার কথা তুলে ধরেন। এছাড়াও, আলোচনায় বাংলাদেশ ও চীনের নতুন প্রজন্মের দুই সদস্যও অংশগ্রহন করে।

বাংলাদেশ- চীন শিশু মৈত্রী মেলায় দূতাবাসের নতুন প্রজন্মের সদস্যরা ও চীনের নতুন প্রজন্মের সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহনে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে দিবসটি উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রদূত নতুন প্রজন্মের সদস্যদের মাঝে সার্টিফিকেট ও পুরস্কার বিতরণ করেন।

****

EMBASSY OF BANGLADESH
Beijing
বেইজিং
বাংলাদেশ দূতাবাস